89677 - যে ব্যক্তি অনেকবার কসম করছে; কিন্তু সেগুলোর কাফ্ফারা আদায় করেনি

প্রশ্ন

আমি খুব দ্রুত রেগে যাই এবং দ্রুত কসম করি। প্রায়শঃ আমি যে কসম করি সেগুলো লঙ্ঘন করি। আমি জানি না কতগুলো কসমের কাফ্ফারা আমার জমা হয়েছে। সংখ্যায় সেগুলো গুণে শেষ করতে পারব না। আমি আমার উপর আবশ্যক হওয়া কাফ্ফারা আদায় করতে চাই। আমার করণীয় কী? কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায়ের জন্য কি পরিবার-আত্মীয়দের দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিতে হবে? স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কসম করে যদি সেটা ভাঙা হয়, তাহলে কি কাফ্ফারা আবশ্যক হবে? উল্লেখ্য, তালাক দেওয়ার শপথের সময়ে কৃত নিয়ত অজানা। কিন্তু প্রবল ধারণা যে সেটা তালাকের উদ্দেশ্য নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

বেশি বেশি কসম করা মাকরূহ। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর আপনি আনুগত্য করবেন না এমন প্রত্যেক ব্যক্তির যে অধিক শপথকারী, লাঞ্ছিত।"[সূরা কলম: ১০] এখানে এমন ব্যক্তির নিন্দা করা। এ নিন্দার দাবি হল তার কাজটি মাকরূহ (অপছন্দনীয়) হওয়া হবে। যেমনটা ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ "আল-মুগনী" (১৩/৪৩৯) বইয়ে বলেছেন।

দুই:

যে ব্যক্তি একাধিক কসম করছে এবং কসম ভঙ্গ করছে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটার কাফ্ফারা আদায় করেনি, তার দুটো অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: কসমগুলো একই বিষয়ে হবে। যেমন সে বলল: আল্লাহর কসম! আমি ধূমপান করব না। তারপর কসম ভঙ্গ করল, কিন্তু কাফ্ফারা আদায় করেনি। এরপর আবার কসম করল। এমন ব্যক্তির উপর একটা কাফ্ফারা আবশ্যক হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: কসমগুলো ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে হবে। যেমন: আল্লাহর কসম, আমি পান করব না। আল্লাহর কসম, আমি জামা পরব না। আল্লাহর কসম, আমি অমুক জায়গায় যাব না। এই সবগুলোর ক্ষেত্রে যদি সে কসম ভঙ্গ করে, কিন্তু কোনোটার কাফ্ফারা না দেয়, তাহলে তার উপর কি একটা কাফ্ফারা আবশ্যক হবে; নাকি অনেকগুলো কাফ্ফারা? এটা নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ আছে। জুমহুর (অধিকাংশ মাযহাব)-এর মতে যতবার কসম ভঙ্গ করবে, ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে।

এটাই সঠকি মত। কারণ কসমগুলো ভন্নি ভন্নি কাজরে ক্ষত্রেে হয়ছেলি। প্রতটিা কসম স্বতন্ত্র।

দখেুন: আল-মুগনী (৯/৪০৬)।

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: আমি একজন যুবক। আমি আল্লাহর নামে তনিবাররে বশেি কসম করছেলিাম যে, একটা হারাম কাজ থকেে আমি তাওবা করব। আমার প্রশ্ন হল: আমার উপর কি একটা কাফ্ফারা আবশ্যক; নাকি তনিটা কাফ্ফারা? এবং আমাকে কী কাফ্ফারা দতিে হবে?

তনিি উত্তর দনে: "আপনাকে একটা কাফ্ফারা দতিে হবে। সটো হল দশজন মসিকীনকে খাবার দওেয়া কংিবা কাপড় দওেয়া কংিবা একজন দাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তি এর কোনটি করতে পারবে না সে তনিদনি রোযা রাখব। দললি হলো আল্লাহ সুবহানাহু বলনে: "তোমাদরে বৃথা কসমরে জন্য আল্লাহ তোমাদরেকে পাকড়াও করবনে না, কন্তিু যসেব কসম তোমরা ইচ্ছে করে করো সগেুলোর জন্য তনিি তোমাদরেকে পাকড়াও করবনে। তারপর এর কাফফারা দশজন দরদ্রিকে মধ্যম ধরনরে খাদ্য দান করা, যে খাদ্য তোমরা তোমাদরে পরজিনদরেকে খতেে দাও, বা তাদরেকে বস্ত্রদান করা, কংিবা একজন দাসকে মুক্ত করা। আর যার সামর্থ্য নইে তার জন্য তনি দনি রোযা রাখা। তোমরা কসম করে (ভঙ্গ করলে) এটাই তোমাদরে কসমরে কাফফারা। তোমরা তোমাদরে কসম রক্ষা করো।" [মায়দো: ৮৯] এভাবে কোনো একটি কাজ করা কংিবা না-করার ব্যাপারে কসম করা হলে তার জন্য মাত্র একটি কাফ্ফারা আবশ্যক হব; এমনটি একাধকিবার কসম করা হলওে। শর্ত হলো যদি দুই কসমরে মাঝে প্রথম কসমরে কাফ্ফারা আদায় করা না হয়। আর যদি প্রথম কসমরে কাফ্ফারা দওেয়ার পর পুনরায় কসম করে, তাহলে কসম ভঙ্গ করলে দ্বতিীয় বার কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। এভাবে যদি দ্বতিীয় বার কসম ভঙ্গরে কাফ্ফারা দওেয়ার পর তৃতীয় বার কসম ভঙ্গ করে, তাহলে তৃতীয় আরকেটা কাফ্ফারা আবশ্যক হবে।

আর যদি একাধকি কাজ করা বা না-করার ব্যাপারে বারবার কসম করা হয়, তাহলে প্রতটিি কসমরে জন্য একটা করে কাফ্ফারা দতিে হবে। যমেন কউে বলল: আল্লাহর কসম! আমি অমুকরে সাথে কথা বলব না। আল্লাহর কসম! আমি ঐ খাবার খাবো না। আল্লাহর কসম! আমি অমুক জায়গায় যাব না। অথবা বলল: আল্লাহর কসম! আমি অমুকরে সাথে কথা বলব। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাকে মারব ইত্যাদি।

প্রত্যকে মসিকীনকে সংশ্লষ্টি এলাকার প্রধান খাদ্যদ্রব্যরে অর্ধ সা' পরমিাণ খাবার দওেয়া আবশ্যক। অর্ধ সা' এর পরমিাণ প্রায় দড়ে কজেি।

পোশাকরে ক্ষত্রেে যে পোশাক নামায পড়ার জন্য যথষ্টে হয় এমন পোশাক দতিে হবে। যমেন: কামজি অথবা লুঙ্গি ও চাদর। আর যদি মসিকীনদরেকে দুপুর বলো অথবা রাতরে বলো দাওয়াত দয়িে খাইয়ে দয়ে তাহলে সটোও যথষ্টে হবে। কারণ ইতঃপূর্বে উল্লখিতি আয়াতটরি ব্যাপকতা এটাকওে অন্তর্ভুক্ত করে। আর আল্লাহ তৌফকিদাতা।" [মাজমূ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (২৩/১৪৫) থকেে সমাপ্ত]।

তনি:

আপনি যদি নশ্চিতিভাবে কসমরে সংখ্যা না জনেে থাকনে, তাহলে কাছাকাছি সংখ্যা নর্িধারণরে চষ্টো করুন। তারপর সইে কাছাকাছি সংখ্যার কাফ্ফারা প্রদান করুন (যদি সইে কসম ভন্নি ভন্নি বষিয়ে হয়ে থাকে) যতক্ষণ না আপনার প্রবল ধারণা হয় য, আপনার উপর ওয়াজবি হওয়া কাফ্ফারা আপনি আদায় করতে পরেছেনে।

চার:

আপনার আত্মীয়রা যদি ফকরি ও মসিকীন হয় এবং তাদরে মধ্য থকেে দশজনকে আপনি দুপুররে বা রাতরে খাবারে দাওয়াত দনে, তাহলে কসম ভঙ্গরে কাফ্ফারা হসিবেে সটো যথষ্টে হব। চাই আপনি তাদরেকে এক মজলসিে দাওয়াত দনে কংিবা ভন্নি ভন্নি সময়ে দাওয়াত দনে।

আর য ব্যক্তি দাস মুক্ত করত, খাওয়াতে কংিবা পোশাক দতিে পারব না; স তনি দনি রোযা রাখব যমেনটি পূর্বোক্ত আয়াতে উদ্ধৃত হয়ছে।

পাঁচ:

তালাকরে কসম ভয়াবহ বষিয়। অধকিাংশ ফকীহরে মত এই কসম ভঙ্গ করলে তালাক হয়ে যাব। তাই এটা থকেে সতর্ক থাকত হব। কছিু আলমে মনে করনে এর জন্য কসমকারীর নয়িত দখেত হব। যদি স হুমকি দয়ো, উৎসাহতি করা, নষিধে করা, সত্যায়ন করা বা মথি্যা প্রতপিন্ন করার জন্য কসম করে থাক, তারপর সটো ভঙ্গ কর, তাহলে তার উপর কসম ভঙ্গরে কাফ্ফারা আবশ্যক হব। আর যদি তালাকরে নয়িত কর, তাহলে তালাক পতত হব। প্রত্যকে ব্যক্তি তার নয়িতরে ব্যাপারে নজিইে সবচয়েে ভালো জান। তার ধারণায় যদি কোনো একটা দকি প্রাধান্য পায়, তাহলে প্রবল ধারণার উপর ভত্তি করইে স আমল করব।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।